যুগান্তর

তারিখ ... 3 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় ৫ জন রিমান্ডে

যুগান্তর রিপোর্ট

টাঙ্গাইলের মধুপুরে গণধর্ষিত স্কুলছাত্রীর সুস্থতা ও আইনি ব্যবস্থার জন্য যা কিছু করা দরকার সবকিছুই করবে সরকার। প্রয়োজন হলে উন্নত চিকিৎসার্থে বিদেশে পাঠানোর বিষয়টিও ভেবে দেখবে সরকার। বুধবার বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) চিকিৎসাধীন ওই স্কুলছাত্রীকে দেখতে গিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। সন্ধ্যায় ধর্ষিতা স্কুলছাত্রীকে দেখতে যান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। এদিকে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় পাঁচজনকে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, গণধর্ষণ ও সহায়তা করার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার হওয়া ধর্ষিত স্কুলছাত্রীর বান্ধবী বীথি আক্তার, ধর্ষক স্থানীয় যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনির, শাজাহান আলী, নুরুজ্জামান গ্যাদা ও হাফনুর রুবীনকে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। বুধবার দুপুর ১২টায়

রিমান্ডে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

রিমান্ডে : ৫ জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে টাঙ্গাইল 'খ' অঞ্চলে হাজির করে আসামিদের সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। শুনানি শেষে বিচারক জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক বীথির একদিনের ও অন্যদের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী আতাউর রহমান আজাদ ও মধুপুর থানার ওসি মজিবর রহমান জানান, মঙ্গলবার দুপুরে মধুপুর থানা পুলিশ তাদের আদালতে পাঠিয়ে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। কিন্তু এদিন আদালত না বসায় তাদের পুনরায় পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। বুধবার তাদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের রিমান্ডে পাঠায়। স্থানীয়রা জানান, আসামি মনিরুজ্জামান মনির মধুপুর শহর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মধুপুরের মেয়র বিএনপি নেতা শহীদের ভাতিজা। চারদলীয় জোট সরকারের সময় শহীদ নানা অপকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারই আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মনির মধুপুর এলাকায় এমন কোন দুষ্কর্ম নেই, যার সঙ্গে জড়িত নন। মনিরের বিরুদ্ধে ইভটিজিংসহ বহু অভিযোগ থাকলেও রহস্যজনক কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। ধর্ষণকারীরা যুবদল নেতা মনিরের সার্বক্ষণিক সহযোগী এবং সব অপকর্মের সঙ্গী। তারা মধুপুর উপজেলা যুবদলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহারে জানা যায়, এক বান্ধবীর বিয়ের কথা বলে বীথি ওই স্কুলছাত্রীকে গত বছরের ৬ ডিসেম্বর সদর উপজেলার গালা গ্রাম থেকে মধুপুরে নিয়ে যায়। মধুপুরে পৌর এলাকায় সৃষ্টি নামের একটি কম্পিউটারের দোকানে আগে থেকেই তিন-চারজন অবস্থান করছিল। পরে মেয়েটিকে পাহাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে নিয়ে যায় তারা। ধর্ষণকারীরা ওই স্কুলছাত্রীকে তিনদিন ওই বাড়িতে আটকে রেখে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ১০ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রসুলপুরে রেললাইনের ওপর অচেতন অবস্থায় তাকে ফেলে যায় ধর্ষণকারীরা। স্থানীয়রা অচেতন অবস্থায় রেললাইন থেকে তাকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে গিয়ে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জানান, উচ্চপর্যায়ের ডাক্তারদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মেয়েটিকে রাখা হয়েছে। ঢামেকের মানসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে স্কুলছাত্রীটি। সে সুস্থ হয়ে উঠবে বলে জানান ওসিসির সমন্বয়কারী ডা. বিলকিস বেগম। তবে কিছুটা সময় লাগবে। বুধবার সকাল ৯টায় ওই মেয়েটির ফরেনসিক করা হয়েছে। এছাড়া সকালে তার শরীরে ক্যাথেটার লাগানো হয়েছে। খাওয়ানো হচ্ছে স্যালাইনের মাধ্যমে। স্কুলছাত্রীটি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ১০ দিন পর তাকে নিয়ে একটি কাউন্সিল করা হবে।

দিল্লির চেয়ে কম ভয়াবহ নয় : টাঙ্গাইলে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাটি দিল্লির চেয়ে কোন অংশে কম ভয়াবহ নয়। অথচ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশের আগে জানতেই পারেননি। এ অবস্থা থেকে বের হতে না পারলে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ কখনোই সম্ভব নয়। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বেঙ্গল গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন বক্তারা। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী চলমান আন্দোলন 'উদ্যমে উত্তরণ শতকোটি'র পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার লক্ষ্যে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, বেসরকারি সংস্থা নিজেরা করির নির্বাহী পরিচালক খুশী কবির, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক, নাট্যব্যক্তিত্ব সারা যাকের প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারিতে (ভি-ডে) সারা পৃথিবীতে শত কোটি নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে পথে নামবেন। বাংলাদেশে অন্তত আড়াই কোটি মানুষ এ প্রতিবাদে অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন বক্তারা।